কদমবুচি বা পদচুম্বন করা সুন্নাতে সাহাবা

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ زَرَاعٍ- وَكَانَ فِى وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ جَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَهُ- رواه ابوداود

অনুবাদ ঃ হযরত যিরা (রাঃ) হতে বর্ণিত- যিনি আব্দুল কায়েস গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন- তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে আগমন করলাম- তখন আমরা আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত মোবারক এবং কদম মোবারক চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ শরীফ সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ ৪০২ পৃষ্ঠা)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইসলাম সুন্দরতম একটি আদর্শের নাম। ইসলামের শিষ্টাচারিতা অতি চমৎকার। ছোট বড় সকলের প্রাপ্য অধিকার- সম্মান, স্নেহ-আদর, ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সুন্দর আচরণের যে শিক্ষা ইসলামে দেয়া হয়েছে, তা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায়না। বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا-

অর্থাৎ "যে বড়কে সম্মান করেনা এবং ছোটকে স্নেহ করেনা - সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।"

সুতরাং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা নবীজির শিক্ষা। আর সম্মান প্রদর্শন বিভিন্নভাবে হতে পারে- যেমন, সালাম করা, দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া, কাজকর্মে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনীয় বস্তু এগিয়ে দেয়া. দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত হলে মুরুব্বীদের কদমবুচী করা কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার প্রাক্কালে কদমবুচী করা ইত্যাদি। বড়দের মধ্যে রয়েছেন মা-বাবা, শিক্ষকমন্ডলী, বড় ভাই-বোন, চাচা-মামা ইত্যাদি। মুরব্বীদের কাছ থেকে দোয়া নেয়ার অন্যতম একটি পন্থা হলো সালাম বিনিময়ের পর কদমবুচি করা। এ কাজটি অত্যন্ত চমৎকার একটি শিক্ষা- যাতে করে শিশুরা মুরব্বীদের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হয়ে গড়ে ওঠে।

অনেকে এই কদমবুচিকে নাজায়েয মনে করে। এমনকি- তারা মুরব্বীদেরকে কদমবুচি করা হারাম-

বিদআত ইত্যাদি এ ধরনের ফতোয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। মূলতঃ পবিত্র কুরআন হাদীসের দলিল ছাড়া এই ধরনের লাগামহীন বক্তব্য দ্বারা নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। আর সমাজ হচ্ছে শিষ্ঠাচার বঞ্চিত। এতে ছোটদের মনে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা কমতে থাকে। তাই যুগযুগ ধরে চলে আসা সুন্দর ইসলামী আদব কায়দা সমূহের মধ্যে অন্যতম আদব হচ্ছে কদমবুচি করা। ইসলামী শরীয়তে এটা কতটুকু অনুমোদিত- তা পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করাই আমার এই প্রয়াস। নিম্নে কমদবুচির বৈধতার উপর আরো কিছু দলিল উপস্থাপন করা হল।

(১) হযরত ওয়াজে ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত - তিনি বলেন, একদা আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খিদমতে উপস্থিত হয়ে-

فَاخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا۔

অর্থাৎ "হুযুরের হাত এবং পদযুগল ধরে চুম্বন করলাম"। (আদাবুল মুফরাদ - ১৪৪ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন-

سَاَلَ اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ ﷺ اٰيَةً فَقَالَ لَهٗ قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ۔ يَدْعُوْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِيْنِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوْقَهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُّ الْاَرْضَ تَجُرُّ عُرُوْقَهَا مُغْبَرَةً حَتّٰى وَقَعَتْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاَعْرَابِى مُرْهَا فَلِتَرْجِعْ اِلٰى مَنْبَتِهَا فَرَجَعَتْ خَدَّتْ عُرُوْقَهَا فَاسْتَوَتْ فَقَالَ الْاَعْرَابِى اِئْذَنْ لِّىْ اَسْجُدُ لَكَ۔ قَالَ لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ: فَأْذَنْ لِىْ اَنْ اُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فَاَذِنَ لَهٗ۔

অনুবাদ ঃ একজন বেদুঈন সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন মোজেযা চাইল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, "ঐ বৃক্ষটাকে বলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ডাকছেন"। সে যখন গিয়ে বললো- তখন বৃক্ষটি তার ডান, বাম, সম্মুখও পিছনে ঝুঁকতেই। শিকড়গুলো ভেঙ্গে যায়। তারপর বৃক্ষটি মাটি ভেদ করে শিকড়গুলো টেনে ও বালি উড়িয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এবং বললো- আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। বেদুঈন বললো- আপনি পূনঃ আদেশ করুন- যেন ওটা সেখানে ফিরে যায়। পরে নবীজির নির্দেশে ওটা ফিরে গিয়ে শিকড়গুলোর উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বেদুঈন দিশেহারা হয়ে বললো, আমাকে অনুমতি দিন- আমি আপনাকে সিজদাহ করবো। কিন্তু নবীজি ফরমালেন, যদি কাউকে সিজদাহ করার হুকুম করতাম- তাহলে নারীকে হুকুম দিতাম- সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে। বেদুঈন আরয করলো- ইয়া রাসুলাল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে আমাকে আপনার হাত-পা চুম্বন করার অনুমতি দিন। তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন"।

(শিফা শরীফ, দালায়িলুন্নুবুওয়াহ, আবু নোয়াঈম-পৃষ্ঠা - ৩৩২)

(৩) কসিদা বুরদা শরীফে ইমাম বুসিরী (রহঃ) বৃক্ষের সিজদা করার কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً
تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ۔

(৪) হযরত শোহাইব (রাঃ) বলেন -

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ۔

অর্থাৎ আমি হযরত আলী (রাঃ) কে দেখলাম, তিনি তাঁর ছোট চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) -এর হাতে ও পায়ে চুমু দিয়েছেন। (বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ পৃষ্ঠা - ১০৪)

(৫) হযরত ইবনে জাদআন (রাঃ) বলেন, হযরত সাবিত হযরত আনাস (রাঃ) কে বলেছেন -

اَمَسَسْتَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا۔

অর্থাৎ- আপনি কি আপনার হাত দ্বারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্পর্শ করেছেন? তিনি ফরমালেন, হ্যাঁ! তখন তিনি তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন। (বুখারী ফিল আদাব, পৃষ্ঠা-১৪৪)

-এতেই প্রমাণিত হলো- ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে পিতামাতা ও বুযুর্গানে দ্বীনের হাত ও পা চুম্বন করা শুধু জায়েয নয়- বরং সুন্নাত। কতেক লোক বুযুর্গানে দ্বীনের হাত ও পা চুম্বন করাকে শিরক, পূজা- ইত্যাদি বলে থাকে। উল্লেখিত বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত সমূহ

সম্পর্কে তাদের ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করা উচিৎ।

যদি হস্ত-পদ চুম্বন করা শিরক হতো- তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই অনুমতি দিতেন না এবং সাহাবারে কেরাম কখনো তা করতেন না। প্রতীয়মান হলো, হস্ত-পদ চুম্বন করা শিরক কিংবা পূজা নয়। যদি এটাকে শিরক বলা হয়- তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবয়ে কেরামের উপর শিরিকের অপবাদ বর্তায় - নাউযুবিল্লাহ! এটা কুফরীর শামিল। কাফের ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন- তার (দ্বীনের) মৌলিক শিক্ষাই হলো- "নবীকে সম্মান করা"।

যেহেতু বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনে কদমবুচি- তথা হাত ও পা চুম্বনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়- তাই কদমবুচি করা কোন গর্হিত কাজ তো নয়ই- বরং এটা বরকতময় সুন্নাতী আমল।

কদমবুচিকে শিরক বলে যারা ফেতনা সৃষ্টি করে- তারা মূলতঃ ওহাবী। তারা মনে করে- মাথা নিচু করাই বুঝি সিজদাহ- তাদের মতে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো সামনে মাথা নত করা হারাম। তাই কদমবুচিও হারাম"।

তাদের জানা দরকার- সিজদার জন্যে নিয়্যাত আবশ্যক। নিয়ত না করে শুধু মাথা নোয়ানোর নাম সিজদা নয়। যেহেতু কদমবুচির ক্ষেত্রে কোন মুসলমানের অন্তরে কষ্মিনকালেও সিজদাহর নিয়্যাত থাকেনা- সেহেতু কদমবুচিকে হারাম বলা ফিতনা সৃষ্টিরই নামান্তর। রুকুর মত নত হলেই হারাম হয়না। অনেক কাজেই মাথা নত করতে হয়। যেমন কোন বুযুর্গের নিকট থেকে নত হয়ে কিছু গ্রহণ করা হারাম নয়।

পরিশেষে বলতে হয়, মা-বাবা, শিক্ষক মন্ডলি, পীর-মাশায়েখ, বুযুর্গানে দ্বীন- এর প্রতি সম্মানার্থে কদমবুচি করা তথা পদচুম্বন করা নিংসন্দেহে একটি সুন্নাত সম্মত আমল- যা নতুন প্রজন্মের জন্য উত্তম আদর্শও বটে। এতে সম্প্রীতি ও স্নেহ বৃদ্ধি পায়। আর নবীজি ইরশাদ করেছেন- "তোমরা ততক্ষণ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা- যতক্ষন না ঈমানদার হও এবং ততক্ষন ঈমানদার হতে পারবেনা- যতক্ষন না একে অপরকে ভক্তি কর ও ভালবাস"। সুতরাং প্রমাণিত হলো- একে অপরকে ভালবাসা ঈমানের অংশ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবীজির শিখানো আদর্শ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

পায়ে হাত ছুঁয়ে ঐ হাত চুম্বন করার প্রথা আমাদের দেশে চালু আছে। এটা সুন্নাত না হলেও শিষ্টাচারের অন্তর্ভূক্ত এবং আদব। *(সম্পাদক)*